



66155 - মুয়াজ্জনি নরিধারতি সময়রে ৭ মনিটি আগে আযান দয়োর তারা ইফতার করে ফলেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমাদরে এলাকার মুয়াজ্জনিরে আযান শুনতে আমরা ইফতার করে ফলেছে। এর ৭ মনিটি পর আমরা অন্য একটা মসজদিরে আযান শুনি। পরে যখন আমাদরে এলাকার মুয়াজ্জনিকে জিজ্ঞেসে করি তিনি জানান যে, তিনি ভুলক্রমে আযান দয়িছেনে; তিনি ভবেছেনে সময় হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর উপর কিকোনে কিছু অপরহির্য হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

জমহুর আলমেরে মতে, যে ব্যক্তি সূর্য ডুবে গেছে মনে করে, ইফতার করে ফলেছে, এরপর জানতে পারে যে, সূর্য ডুবনে; তাকে রোযাটা কাযা করতে হবে।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থ (৪/৩৮৯) বলনে: “এটি অধিকাংশ ফকাহবদি ও অন্যান্য আলমেরে অভিমত।” সমাপ্ত

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে যখন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হল যিনি তার দুই ময়েরে কথা ভিত্তিতে ইফতার করে ফলেছেনে। এরপর যখন মাগরবিরে নামায়রে জন্য বরে হন তখন শুনতে পান যে, মাত্র মুয়াজ্জনি মাগরবিরে নামায়রে আযান দিছে। জবাবে তারা বলনে: “যদি প্রকৃতপক্ষে সূর্য ডোবার পর আপনার ইফতার হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে রোযা কাযা করতে হবে না। আর যদি আপনার ইফতার সূর্যাস্তরে পরে হয়ে থাকে থাকে অথবা সূর্যাস্তরে পরে হয়েছিলে বলে আপনার প্রবল ধারণা হয়; অথবা আপনি এরকম সন্দেহ করে থাকনে তাহলে আপনাকে এবং আপনার সাথে যারা ইফতার করছে তাদের সকলকে রোযাটা কাযা পালন করতে হবে। কারণ দবিস অবশিষ্ট থাকাই হছে মূল অবস্থা। আর এ মূল অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরে জন্য শরয়ি দলিল থাকতে হবে। আর এখানে শরয়ি দলিল হছে- সূর্যাস্ত যাওয়া।” সমাপ্ত [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৮৮)]

শাইখ বনি বায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: এমন কিছু লোক সম্পর্কে যারা ইফতার করে ফেলোর পর জানা যায় যে, সূর্য ডুবনে। উত্তরে তিনি বলনে: জমহুর আলমেরে মতে, যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমনটা ঘটছে তিনি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে যটুকু সময় বাকী আছে তাতে পানাহার থেকে বরিত থাকবনে এবং রোযাটা কাযা পালন করবনে। সূর্য ডুবছে কনি তা জানার জন্য যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকনে তাহলে তিনি গুনাহগার হবনে না। অনুরূপভাবে শাবান মাসরে ৩০ তারিখ দিনের বলোয় যদি কারো



কাছে সাব্যস্ত হয় যে, এ দনিটি ১ লা রমযান তাহলে তিনি বাকী সময়টুকু পানাহার থেকে বরিত থাকবনে এবং এ দনিরে রোযাটি কাযা পালন করবনে; তিনি গুনাহগার হবনে না। কারণ তিনি যখন পানাহার করছেন তখন জানতনে না যে, এ দনিটি রমযান। তাই এ বিষয়ে অজ্ঞে থাকার কারণে তার গুনাহ হবনে না। তবে এ রোযাটি তাঁকে কাযা পালন করতে হবে। [সমাপ্ত; বনি বাযরে ফতয়োয়া সমগ্র ১৫/২৮৮]

আর কিছু কিছু আলমেরে মতে, রোযাটি শুদ্ধ হবে এবং কাযা করা আবশ্যিক হবে না। এ অভিমতটি মুজাহদি (রহঃ) ও হাসান (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। একই অভিমত দিয়েছেন, ইসহাক (রহঃ), এক বর্ণনামতে ইমাম আহমাদ, আল-মুযানি, ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে তাইমিয়া। শাইখ ইবনে উছাইমীন এ অভিমতকে অগ্রগণ্য ঘোষণা করছেন। [দখুন: ফাতহুল বারী (৪/২০০), ইবনে তাইমিয়া এর 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (২৫/২৩১), আল-শারহুল মুমতী (৬/৪০২-৪০৮)]

তাঁরা দললি দনে বুখারি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দিয়ে- হশিাম বনি উরওয়া ফাতমো থেকে তিনি আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: একবার মঘোচ্ছন্ন আকাশ থাকায় আমরা ইফতার করে ফলেলাম; এরপর আবার সূর্য দেখা গলে। হশিামকে জিজ্ঞেসে করা হল: তাদেরকে কি রোযাটি কাযা করার নরিদশে দয়ো হয়েছিলি? তিনি বললনে: অবশ্যই কাযা করতে হবে। আমার বলেন: আমি হশিামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: আমি জানি না- তারা কি কাযা করছেন; নাকি করেনি।

হশিাম এর উক্তি: “অবশ্যই কাযা করতে হবে” এটি তাঁর নজিস্ব বোধ। তিনি এ কথা বলেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি রোযাটি কাযা করার নরিদশে দিয়েছেন। এ কারণে হাফযে ইবনে হাজার বলেন: আসমা (রাঃ) এর হাদিসটিতে রোযাটি কাযা করা বা না-করা কোনটি সাব্যস্ত নয়। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীন “আল-শারহুল মুমতী” (৬/৪০২) বলেন: দনিরে কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে সূর্য ডুবে গেছে এ ভিত্তিতে তারা ইফতার করে ফলেছেন। তারা শরয়িতরে হুকুম জানে না- এমনটি নয়। বরং তারা সূর্যের প্রকৃত অবস্থাটি সম্পর্কে অজ্ঞে। তারা মনে করেনি যে, এখনো দনি অবশিষ্ট আছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রোযাটি কাযা করার নরিদশেও দনেনি। যদি রোযাটি কাযা করা ফরজ হত; তাহলে সটো আল্লাহর দয়ো শরয়িত হিসাবে সাব্যস্ত হত এবং কাযা করার বিষয়টি হাদিসে সাব্যস্ত হয়। অতএব, যহেতে সাব্যস্ত হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও কিছু বর্ণিত হয়নি সুতরাং মানুষের মূল অবস্থা হল- তার উপর কোন যিম্মাদারি বা কাযা করার দায়িত্ব না থাকা। সমাপ্ত

ইবনে তাইমিয়া ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (২৫/২৩১) গ্রন্থে বলেন:

এতে প্রমাণিত হয় যে, কাযা করা ফরয নয়। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রোযাটি কাযা করার নরিদশে দতিনে তাহলে সটো প্রচারিত হত; যভোবে তাদের ইফতার করে ফলের বিষয়টি প্রচারিত হয়েছে। যখন কাযা করার ব্যাপারটি প্রচারিত হয়নি এতে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কাযা করার নরিদশে দনেনি। যদি বলা হয় যে, হশিাম বনি উরওয়াকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছে: তাদেরকে কি কাযা করার নরিদশে দয়ো হয়েছিলি? তিনি



বলছেন: অবশ্যই কাযা করতে হবে? উত্তরে বলা হবে: হশিম (রহঃ) সটো নজিরে ইজতহাদ থেকে বলছেন। হাদসি এটি বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে হশিমের যে ইলম ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় মামার এর বর্ণনা থেকে। মামার বলেন: আমি হশিমকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: আমি জানি না- তারা কি রোযাটা কাযা করছেন; নাকি কাযা করেননি। ইমাম বুখারি এ উক্তিটি উল্লেখ করছেন। হশিম তার পতি উরওয়া থেকে বর্ণনা করছেন যে, তাদরেকে রোযাটা কাযা করার নির্দেশে দয়া হয়নি। আর উরওয়া তার ছলেরে চয়ে অধিক অবহতি। [সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

যদি আপনার সাবধানতা অবলম্বন করতঃ একটি রোযা রখে দনে সটো ভাল। আলহামদুলিল্লাহ; একদিনের রোযা রাখা তমেন কষ্টেরে কিছু না। যা ঘটবে গছে সে জন্ম আপনাদেরে কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহই ভাল জানেন।